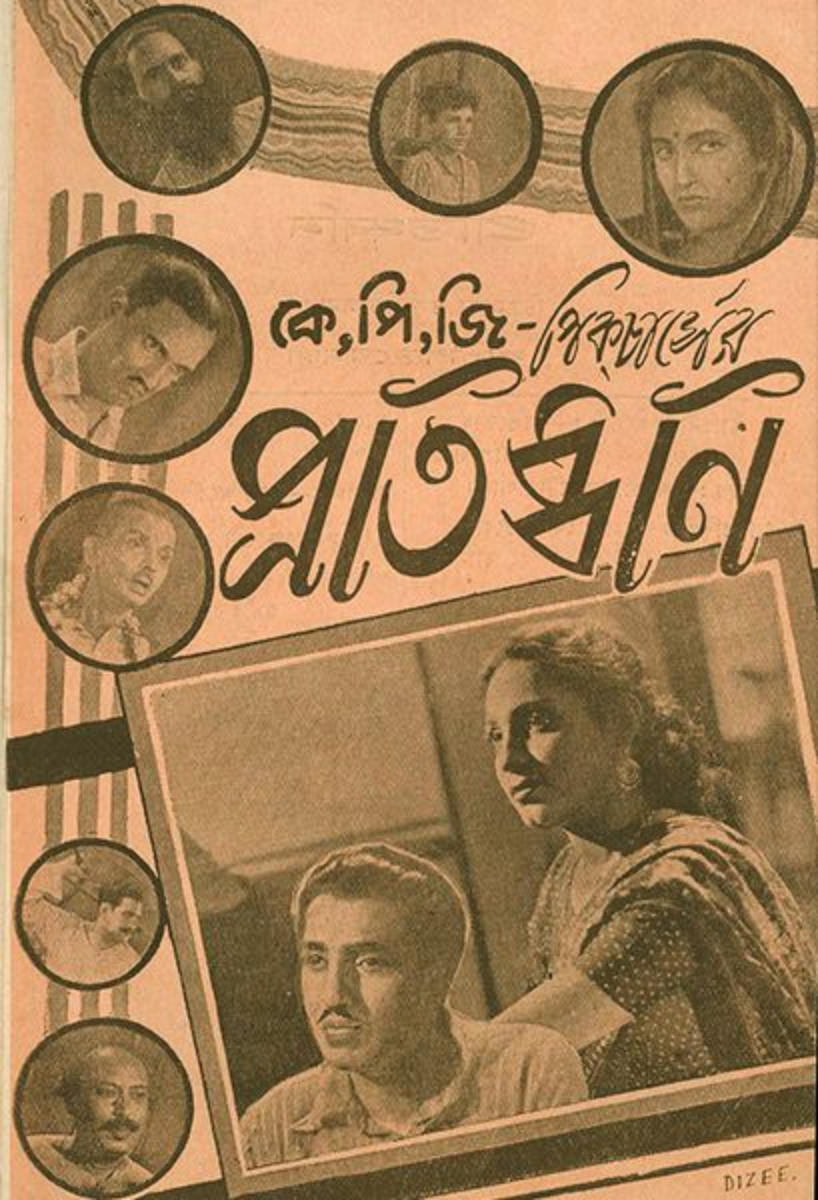

কে, পি, জি - পিকচার্সের
প্রতিবাদ
DIZEE.

কালীপদ ঘোষালের প্রযোজনায়

কে, পি, জি, পিক্‌চার্সের নিবেদন

প্রতিধ্বনি

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :—

কালীপদ ঘোষাল

কাহিনী ও সংলাপ :—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

সুর :—আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।

চিত্রশিল্পী :—মুরারী ঘোষ, সুবোধ ব্যানার্জ্জি

শব্দযন্ত্রী :—পাঁচু গোপাল দাস

সম্পাদক :—রবীন দাস

শিল্পনির্দ্দেশক :—শিবপদ ভৌমিক

চিত্র পরিস্ফুটক :—ধীরেন দাশগুপ্ত

ব্যবস্থাপক :—অসিত বোস
শক্তিশঙ্কর ঘোষাল
সুশীল মুখোপাধ্যায়।

রূপসজ্জাকর :—শৈলেন গাঙ্গুলী

নৃত্য পরিকল্পনা :—জয়দেব চ্যাটার্জ্জী

আলোক সম্পাত :—মাখন, অজিত, তারাপদ।

যন্ত্রীসঙ্ঘ :—গ্রাণ্ড অর্কেষ্ট্রা।

সহকারী বৃন্দ—

পরিচালনায় :—শক্তি শঙ্কর ঘোষাল
সুধীর রায় চৌধুরী
অসিত রায় চৌধুরী

চিত্রশিল্পে :—জ্যোতির্ম্ময় লাহা

শব্দগ্রহণে :—জগজিত দাস

সঙ্গীতে :—অমলেন্দু দাশগুপ্ত

সম্পাদনায় :—দেবগুপ্ত।

রূপসজ্জায় :—দুলাল দাস, দুর্গা চ্যাটার্জ্জী

চিত্রপরিস্ফুটনে :—শম্ভু, সামান্য, অমূল, ননী, রবীন সুরেশ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—যুগান্তর ও অমৃত বাজার পত্রিকা লিঃ।

সাউথ ক্যালকাটা কমার্শিয়াল কলেজ। দুর্গা লোহিয়া।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং ইন্দ্রপুরী সিনে ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

প্রতিধ্বনি

মুর্শিদাবাদ সহরের একটি সঙ্গতি সম্পন্ন ক্ষুদ্র পরিবার—মণিলাল, সুনীতি আর তাদের ১০ বছরের ছেলে শঙ্কর। মণিলালের সরল বুদ্ধির সুযোগে আত্মীয় ভ্রাতা, রামতারণ বেশ কিছু অর্থ ধার হিসাবে নিয়ে নিজের ব্যবসা ফাঁপিয়ে তুল্লো।

মণিলালের বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরলাল মণিলালের আফিং এর নেশার ঝোঁকে জাল দলীল সই করিয়ে নিয়ে তাকে করলো সর্ব্বহারা—বাস্তহারা পর্য্যন্ত। হৃদয়হীন হরলাল তাতেও খুসী নয়। মণিলালের দুরবস্থা নিজের চোখে দেখবার জন্য তার ভাড়া করা বস্তিতে যেদিন নিমন্ত্রণ করবার ছলে হরলাল এলো সেদিন কথা কাটাকাটির মধ্যে অভুক্ত, বিক্ষুব্ধ মণিলাল রাগ সামলাতে না পেরে হাতের কাটারী দিয়ে হরলালের মস্তকে করলো আঘাত .....বিচারে মণিলালের হলো ৬ বছর জেল।

সহায় সম্বল হীনা সুনীতি নাবালক ছেলেকে নিয়ে পড়লো বিষম বিপদে। বস্তির মালিক বিশ্বেশ্বর সিংহ কয়েক মাসের ভাড়া না পেয়ে সুনীতিকে করে গেল নিদারুণ অপমান, কিন্তু সুনীতির স্বাস্থ্যোজ্জ্বল নিখাদ মুখচ্ছবি তার পশুমনে একটা দাগ এঁকে দিল—যার পরিণামে একদিন সুনীতিকে স্বামীর ফেলে যাওয়া আফিং টুকুর সাহায্যে বাঁচতে হলো।

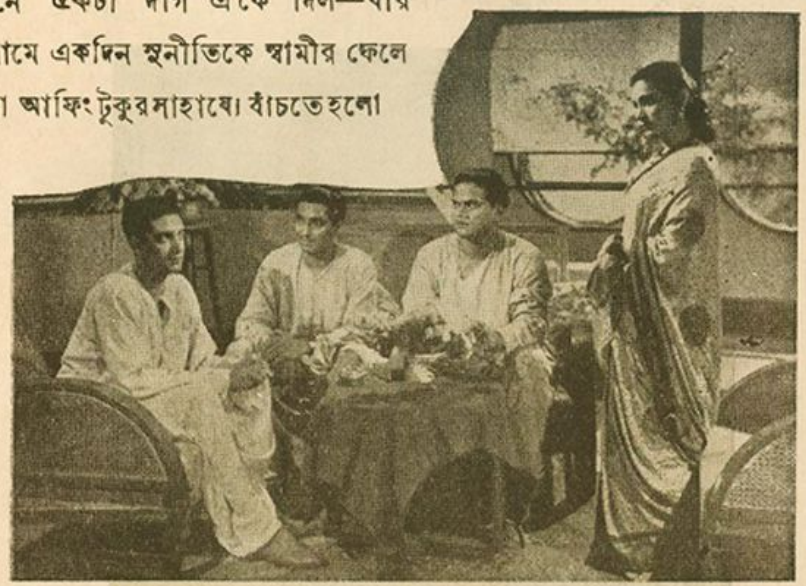

অসহায় শঙ্কর করলো গৃহত্যাগ। কয়েকদিন অনাহারে পথ চলার পর ময়নাপুরের শিবু নন্দীর ঘরে তার আশ্রয় মিললো। কয়েক বছর বাদ ময়নাপুরের জমীদার রুদ্রনারায়ণের অত্যাচারে শিবুনন্দীর ঘটলো প্রাণান্ত!

শঙ্কর আবার হলো নিরাশ্রয়.....পথই তার সম্বল, কিন্তু এই চলার পথে জেলমুক্ত—অন্তরে এবং বাইরে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত পিতার সঙ্গে তার হলো মিলন। পিতা তাকে নিয়ে তুল্লো এক আশ্রমে এবং দীক্ষা দিল এক নুতন মন্ত্রে .... যার ফলে কয়েক বছর বাদে অভ্যুদয় হ'ল এক দুর্দ্ধর্ষ দস্যু—"মণিশঙ্করের"—যার নামে দেশের লোক এমন কি সরকার পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত!

মুর্শিদাবাদ সহরে মনোজিত দেবরায় নামে এক ধনী সিল্ক্ ব্যবসায়ী এলেন। মুর্শিদাবাদের জেলার সুনির্ম্মলের সঙ্গে হ'লো তাঁর বন্ধুত্ব। সুনির্ম্মলের বোন সুচরিতা .. মনোজিতকে তার বেশ লাগে। ময়নাপুরের জমীদারের পুত্র বিলেত ফেরৎ পরঞ্জয়েরও ঘনিষ্ঠতা এবং যাতায়াত আছে সুচরিতাদের বাড়ী। পরঞ্জয়ের চোখে সুচরিতা একটা বিস্ময়!

এই মনোজিত দেবরায় কে? মণিলাল শঙ্করকে যে মন্ত্র একদিন শুনিয়েছিল তার 'প্রতিধ্বনি' কি মণিলাল সেদিন নিজের কাণে শোনে নি? সুচরিতার অদৃষ্ট কার সঙ্গে জড়িত? হরলাল, রামতারণ, বিশ্বেশ্বর, রুদ্রনারায়ণ, মণিশঙ্কর, মণিলাল—সমসূত্রে গাঁথা এই কয়জনের ভাগ্য কাকে কোন দিকে নিয়ে গেল?

পর্দ্দায় এর মীমাংসা দেখুন।

—গান—

(১)

এই গানে আজ—
কণক চাঁপার কোরক ঝরাব
স্বপ্নে তোমার হৃদয় ভরাব।
সুদূর মেঘের স্বর্ণ রেখায়
বনের সবুজ বর্ণ লেখায়
প্রজাপতির মতন রংএর
পুলক ছড়াব
স্বপ্নে তোমার হৃদয় ভরাব॥
এই গানের এই
মীড় দোলান সুরগুলি
বলাকারা খুঁজবে জানি
নীল আকাশের দূর ভুলি
বাঁশীর মুখর গীতালীতে
দুটী আঁখির মিতালীতে
মিলন-মালা আজ যে তোমার
কণ্ঠে পরাব
স্বপ্নে তোমার হৃদয় ভরাব॥

কথা: গৌরী মজুমদার।

(২)

মোরে স্বপ্নে দিল কে গো গান।
তাই ফাগুন জাগে প্রাণে দোলা লাগে
তবু আছে কেন অভিমান॥

দূর বন ছায়
মুকুল ঝরিয়া যায়
চৈতি রাতের চাঁদ মেঘে লুকায়
কমল দোলে নীল সায়র কোলে
এলো জোয়ার জাগে বান॥

বাঁশের বাঁশী বাজে মিঠে সুরে
ভোমরার গুণগুণে মন যে উড়ে
ঘরের বাঁধন ভারী লাগে
অচেনা পথিকের অনুরাগে
মন দিতে চাই তারে
যে দিল এ গান॥

কথা: শান্তি ভট্টাচার্য্য।

(৩)

হৃদয় প্রান্তে যে বাঁশী মুখর হ'লো
পুলকের মধু মীড়ে।
তারই সুরে একি উৎসব জাগে
প্রদীপের শিখা ঘিরে॥
তবু কেন ঝড় ওঠে
ঝরিবে জেনেও তবুও ত ফুল ফোটে
উদয়ের হাসি মালার মতই
ম্লান হয়ে যেতে চায়
অস্তের আঁখি নীরে॥
আলো আর ছায়া
মুখো মুখী জেগে রয়
তারই মাঝে দীপ জ্বলে
নদীর দুতীরে ভাঙ্গা আর গড়া চলে
সবই ভুল—
সবই ভুল সবই ফাঁকি
মরীচিকা তাই
ফল্গুরে নেয় ডাকি
একটি পাখীর দুটি পাখা সম
জীবন মরণ জাগে
ক্ষণিকের এই নীড়ে॥

কথা : গৌরী মজুমদার

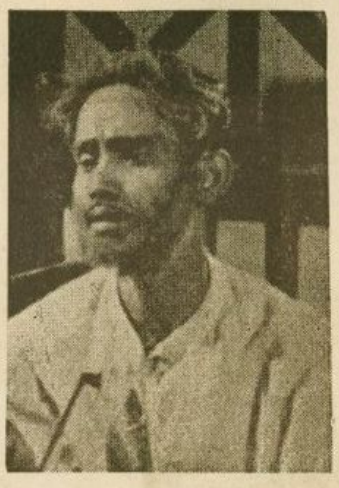

(৪)

কদমের বনে বনে গো
পড়ে গেল কার সাড়া।
বরষার সজল হাওয়া
মেঘেরে করেছে দিশে হারা॥
মালা আমার উঠলো দুলে
বসন্ত কি পথ ভুলে এলো এলো
এলো গোপন মনের দ্বারে
করল আমায় আপন হারা॥
হংস মিথুন আজ নিরালায়
মুখর হল বনের ছায়ায়
আজি মধুর মায়ায়
বাসর জাগার এই যে বেলা
জাগায় মনে রঙ্গের খেলা
একি খেলা—
মোর নয়ন খোঁজে যারে
সেইত আমার আঁখির তারা॥

কথা: মানব রায়।

(৫)

মাতাল ওরে জীবনকে তুই
আলোর ধারায় চিনলি না।
সোজা পথে সবল পায়ে
কখনও তুই চললি না॥
(তোর) বুকের মাঝে ঝ'ড়ো তুফান
(সে যে) চায় না পেতে মধুর যে প্রা
তাইত রে তুই হারিয়ে ফেলিস
ছিল যা তোর ঘর চেনা॥
অলস চোখে এড়িয়ে যে যাস
সোনার ধরনীরে
দূর হতে তুই অবহেলায়
তাকাস ফিরে ফিরে।
ভাবিস মনে এই তো ভাল
বাঁকা পথের দ্বিধার আলো
সহজ হয়ে বিধির বিধান
মনে মনে মানলি না॥

কথা: সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়।

ভূমিকায়—

স্মৃতিরঞ্জন গুহ মায়া বিশ্বাস,

লীলা ঘোষ,
রতি নেহেরু,
দীপেন রায় চৌধুরী,
ক্ষিতীশ শেউ,
কৃষ্ণ সরকার,
সত্য চাটার্জ্জী,
তুলসী চক্রবর্ত্তী
বিদ্যুৎ বোস,
কৃষ্ণ শীল,

জীবন সাহু, মাঃ বিমান, মাঃ মণ্টু,
সুশীল ঘটক, শক্তি বন্দ্যোঃ, সুধীর রঞ্জন,
গোপাল ঘটক, অনিল বোস, বিনয় কুমার,
কে, জি, সেন, কালী বন্দ্যো, প্রফুল্ল মুখোঃ,
লীলা দেবী, সবিতা চাটার্জ্জি,
পুলিন মুখোঃ প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের একমাত্র পরিবেশক :—

পরমানন্দ পিকচার্স।